بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْم وَعَلٰی عَبْدِهِ الْمَسِیْحِ الْمَوْعُوْد

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-সাল্লামের মহান মর্যদাসম্পন্ন বদরী সাহাবী হযরত উসমান রাজিআল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত ২৯ জানুয়ারী ২০২১ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ.

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত উসমান (রা.)এর বিভিন্ন যুদ্ধে যোগদান সম্পর্কে উল্লেখ করছি। যেমনটি বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উসমান (রা.) বদরের যুদ্ধে যোগ দিতে পারেন নি কেননা, তার সহধর্মিণী রসূল তনয়া হযরত রুকাইয়া (রা.) গুরুতর অসুস্থ ছিলেন, তাই মহানবী (সা.) তার সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য তাকে (রা.) মদীনায় অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাকে (রা.) বদরের (যুদ্ধে) যোগদানকারীর মর্যাদা দিয়েছেন। এ কারণেই মহানবী (সা.) তার জন্য বদরের (যুদ্ধে) অংশগ্রহণকারীদের মতই যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ও পুরস্কারে অংশ নির্ধারণ করেছেন।

তৃতীয় হিজরীতে গাতফানের যুদ্ধ হয়। গাতফানের যুদ্ধের জন্য নজদ অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন আর এ কারণে তিনি এতেও যোগদান করেন নি। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই যুদ্ধের বিশদ বিবরণ এভাবে দিয়েছেন, বনু গাতফানের কোন কোন গোত্র অর্থাৎ বনু সা'লাবাহ্ এবং বনু মোহারেব এর সদস্যরা তাদের একজন নাম করা যোদ্ধা দ'সুর বিন হারেস এর আহ্বানে মদীনার ওপর অতর্কিতে হামলা করার দুর্ভিসন্ধি নিয়ে নজদ এর একটি স্থান 'যী আমর' এ সমবেত হতে আরম্ভ করে। মহানবী (সা.) সাড়ে চারশ' সাহাবীর একটি দলকে নিজের সাথে নিয়ে ৩য় হিজরীর শেষ দিকে অথবা সফর (মাসের) প্রারম্ভে মদীনা হতে যাত্রা করেন এবং দ্রুত গতিতে সফর করে 'যী আমর' এর কাছাকাছি পৌছে যান। শত্রুরা তাঁর আগমন সংবাদ পেতেই তড়িৎ পাশ্ববর্তী টিলায় উঠে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেয় আর মুসলমানরা 'যী আমর'এ পৌছার পর দেখে ময়দান ফাঁকা। অগত্যা মহানবী (সা.)কে (নিজ বাহিনীকে) ফিরে আসার নির্দেশ দিতে হয়।

উহুদের যুদ্ধ হয়েছিল তৃতীয় হিজরীর শওয়াল মাসে। হযরত উসমান (রা.) উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। যুদ্ধ চলাকালে সাহাবীদের একটি দল এমন ছিল যারা অতর্কিত হামলা এবং মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের সংবাদ শুনে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন মহানবী (সাঃ) এর শাহাদতের সংবাদে মুসলমানদের বাদবাকি সম্বিতটুকুও হারিয়ে যেতে থাকে এবং তাদের ঐক্য পুরোপুরি হারিয়ে যায়। আর বহু সাহাবী হতভম্ব হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রস্থান করে। তখন মুসলমানরা তিনটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক দল ছিল তাদের, যারা মহানবী (সা.)এর শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছিল আর এই দলের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে কম। অথবা বলা যায় যে, তারা হতাশায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তাদের মাঝে হযরত উসমান বিন আফফানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু যেমনটি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়েছে যে, তখনকার বিশেষ পরিস্থিতি এবং তাদের আন্তরিক ঈমান ও নিষ্ঠাকে দৃষ্টিপটে রেখে আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় দলে তারা ছিল, যারা পলায়ন না করলেও, মহানবী (সা.)এর শাহাদাতের

সংবাদ শুনে হয় হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল অথবা এখন যুদ্ধ করাকে নিরর্থক মনে করেছিল। তাই তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে একপাশে মাথা নিচু করে বসে পড়েন। তৃতীয় দল ছিল তাদের, যারা যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছিল। তাদের মাঝে কতিপয় এমনও ছিল যারা মহানবী (সা.)এর চতুর্দিকে সমবেত ছিল এবং অতুলনীয় আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করছিল; আর অধিকাংশ ছিল এমন যারা যুদ্ধক্ষেত্রে বিক্ষিপ্তভাবে লড়াই করছিল।

যাহোক বলা হয় যে, তখন হযরত উসমান (রাঃ) হতাশ হয়ে অথবা অন্যকোন কারণে মহানবী (সা.) এর শাহাদাতের সংবাদ শুনে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে হতাশ হয়ে বসে পড়ালোকদের মাঝে হযরত উমরেরও (রা.) উল্লেখ পাওয়া যায়; যাহোক সেটা যথাসময়ে বর্ণনা করা হবে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এখন আমি হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যে কূটনৈতিক কার্যকলাপ এবং বয়আতে রিযওয়ান হয়েছিল, তাতে হযরত উসমান (রা.)এর ভূমিকা বা তাঁর সম্পর্কে কী কী তথ্য পাওয়া যায়, তা উল্লেখ করছি। মহানবী (সা.) স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মাথা ন্যাড়া করে এবং চুল ছেঁটে বায়তুল্লাহ্‌তে প্রবেশ করছেন। এই স্বপ্নের ভিত্তিতে মহানবী (সা.) ষষ্ঠ হিজরী সনের যিলক্বদ মাসে স্বীয় চৌদ্দশ সাহাবীকে সাথে নিয়ে ওমরাহ্ করার জন্য মদীনা থেকে যাত্রা করেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে তিনি যাত্রাবিরতি দেন। কুরাইশরা মহানবী (সা.) কে ওমরাহ্ করতে বাধাপ্রদান করে। দুই পক্ষের মাঝে যখন কূটনৈতিক আলোচনার সূচনা হয় এবং মহানবী (সা.) মক্কাবাসীদের উত্তেজনা সম্পর্কে অবগত হন, তখন তিনি (সা.) বলেন এমন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে মক্কায় প্রেরণ করা হোক যিনি মক্কার অধিবাসী হবেন এবং কুরাইশদের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য হবেন। কাজেই তখন হযরত উসমান (রা.)কে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়।

হুযর আনোয়ার (আইঃ) এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কুরাইশদের মাঝে তখন চরম বিভক্তি দেখা দিচ্ছিল এবং লোকেরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল মুসলমানদেরকে সর্বমূল্যে ফেরত পাঠাতে ও যুদ্ধ করার বিষয়ে ছিল বদ্ধপরিকর। কিন্তু অন্যদল এটিকে নিজেদের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী পেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল এবং একটি সম্মানজনক সমঝোতার আকাঙ্ক্ষী ছিল। এ কারণে সিদ্ধান্ত ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। মক্কার কুরায়েশরা এতেই ক্ষান্ত হয় নি বরং নিজেদের উত্তেজনায় অন্ধ হয়ে এ বিষয়েরও সংকল্প করে যে, এখন মহানবী (সা.) এবং তার সাহাবীরা মক্কার এতটা নিকটে এবং মদিনার এত দূরে এসে অবস্থান করছেন তাই তাদের ওপর আক্রমণ করে যথাসম্ভব ক্ষতি সাধন করা যায়। অতএব তারা এ উদ্দেশ্যে চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের একটি দল হুদায়বিয়া অভিমুখে প্রেরণ করে আর তখন উভয় পক্ষের মাঝে যে আলোচনা চলছিল এর ছদ্মাবরণে তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করে যে, ইসলামী শিবিরের আশপাশে প্রদক্ষিণ কর, উৎ পেতে থাক আর সুযোগ বুঝে মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করতে থাক। তারা সুযোগে কুরায়েশ মহানবী (সা.)কে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করেছিল কিন্তু যাহোক মুসলমানরা আল্লাহর ফজলে নিজ জায়গায় সজাগ ও সচেতন ছিল। আর কুরায়েশের এই ষড়যন্ত্রেরগোমর ফাঁস হয়ে যায় আর এদের সবাইকে গ্রেফতার করা হয়।

যাহোক, যখন আমরা এই সামগ্রিক পরিস্থিতি ও সেই পটভূমিতে মহানবী (সা.)-এর ক্রমাগত ধৈর্য, স্থৈর্য ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা দেখি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, তা এমন এক ধৈর্য ও শান্তি স্থাপনের পরম প্রচেষ্টা, যার কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি (সা.) ক্রমাগত এই চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন যেন শান্তির কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এতকিছুর পরও তিনি (সা.) চেষ্টা পরিত্যাগ করেন নি, বরং এত কিছুর পরও অন্য কাউকে পাঠানোর এই ঝুঁকি নেন। সুতরাং তিনি (সা.) হযরত উমর বিন খাত্তাবকে বলেন, ভাল হয় যদি আপনি মক্কায় যান এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে কূটনৈতিকের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত উমর নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি জানেন যে মক্কার লোকেরা আমার প্রতি তীব্র শত্রুতা রাখে এবং বর্তমানে মক্কায় আমার গোত্রের এমন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি নেই, মক্কাবাসীদের উপর যার চাপ থাকতে পারে। এজন্য আমার পরামর্শ হল, সাফল্যের পথ সুগম করার লক্ষ্যে এই সেবার জন্য উসমান বিন আফফানকে বেছে নেয়া হোক, যার গোত্র বনু উমাইয়া বর্তমানে অত্যন্ত প্রভাবশালী; আর মক্কাবাসীরা উসমানের বিরুদ্ধে কোন দুষ্কৃতির দুঃসাহস দেখাতে পারবে না এবং হযরত উসমানকে পাঠালে সাফল্যের অধিক আশা করা যায়। এই পরামর্শ মহানবী (সা.) পছন্দ করেন এবং হযরত উসমানকে তিনি মক্কায় যাওয়ার নির্দেশ দেন যেন এবং কুরায়শদেরকে মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ

অভিপ্রায় ও উমরা পালনের ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত করেন। আর তিনি (সা.) হযরত উসমানকে নিজের পক্ষ থেকে কুরায়শ-নেতাদের নামে একটি চিঠিও লিখে দেন। এই চিঠিতে মহানবী (সা.) নিজের আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং কুরায়শদের নিশ্চয়তা দেন যে, আমাদের উদ্দেশ্য কেবল একটি ইবাদত পালন করা আর আমরা শান্তিপূর্ণভাবে উমরা পালন করে ফিরে যাব।

তিনি (সা.) হযরত ওসমানকে এটিও বলেন, মক্কায় যেসব দুর্বল মুসলমান রয়েছে তাদের সাথে সাক্ষাতেরও চেষ্টা করো এবং তাদের সাহস ও মনোবল দৃঢ় করো এবং তাদেরকে বলো, তোমরা আরেকটু ধৈর্য ধারণ কর, অচিরেই খোদাতা'লা সাফল্যের দ্বার খুলবেন। এ বার্তা নিয়ে হযরত ওসমান মক্কায় যান এবং আবু সুফিয়ানের সাথে সাক্ষাত করেন সেখানে হযরত ওসমানের নিকটাত্মীয়ও ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) মক্কাবাসীদের এক জনসভায় উপস্থিত হন। সেই সভায় হযরত ওসমান মহানবী (স.)এর লিখিত পত্র উপস্থাপন করেন যা একে একে কুরাইশদের বিভিন্ন নেতা দেখে, তা সত্ত্বেও তাদের সবাই এ হঠকারিতায় অনড় ছিল যে, মুসলমানগণ এবছর মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। হযরত ওসমানেরজোর দেয়ার পর কুরায়েশ বলে, তোমাদের যদি বেশী আগ্রহ থাকে তবে আমরা তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে বাইতুল্লাহ্‌র তওয়াফ করার সুযোগ দিচ্ছি, কিন্তু এর অধিক নয়। হযরত ওসমান বলেন, এটি কিভাবে হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (স.)কে মক্কার বাইরে বাধাগ্রস্ত করা হবে আর আমি তওয়াফ করব? কিন্তু কুরায়শরা কিছুতেই মানল না। অবশেষে হযরত ওসমান হতাশ হয়ে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তখন মক্কার দুষ্কৃতকারীদের মাথায় যে দুষ্কৃতি ভর করে তা হলো, তারা হযরত ওসমান এবং তার সাথীদের মক্কায় বাধাগ্রস্ত করে সম্ভবত এ ভেবে যে, এভাবে সমঝোতায় অধিক লাভজনক শর্তাবলী মানাতে পারব। তখন মুসলমানদের মাঝে এ গুজব রটে যায় যে, মক্কাবাসীরা হযরত ওসমানকে হত্যা করেছে।

এ সংবাদ হুদায়বিয়ায় পৌঁছার পর মুসলমানদের মাঝে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, কেননা উসমান মহানবী (স.)এর জামাতা এবং সবচেয়ে সম্মানিত সাহাবিদের অন্যতম ছিলেন। মহানবী (সা.) তৎক্ষণাৎ সমস্ত মুসলমানদের মাঝে ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে একটি বাবলা গাছের নিচে সমবেত করেন। অতঃপর সাহাবাগণ যখন একত্রিত হন তখন এই সংবাদের কথা উল্লেখ করে তিনি (সা.) বলেন, যদি এই সংবাদ সঠিক হয়ে থাকে তবে খোদার কসম ! আমরা এই জায়গা হতে ততক্ষণ পর্যন্ত নড়বো না যতক্ষণ উসমানের (হত্যার) প্রতিশোধ না নেই। অতঃপর তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে বলেন, আস এবং আমার হাতে হাত রেখে (অর্থাৎ ইসলামের বয়'আত গ্রহণের যে রীতি প্রচলিত আছে তদনুযায়ী) এই অঙ্গীকার কর যে, তোমাদের কেউ পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে না এবং নিজ জীবন বাজি রেখে লড়াই করবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই নিজ স্থান ত্যাগ করবে না। যখন বয়'আত নেয়া হচ্ছিল, তখন তিনি (সা.) তাঁর বাম হাত তাঁর ডান হাতের ওপরে রেখে বলেন, এটি উসমানের হাত। কেননা যদি সে এখানে উপস্থিত থাকতো তবে এই পবিত্র বাণিজ্যে অন্যের চেয়ে পিছিয়ে থাকতো না। কিন্তু এখন সে খোদা ও তাঁর রাসূলের কাজে নিয়োজিত।

ইসলামের ইতিহাসে এই বয়'আত 'বয়'আতে রিযওয়ান' নামে সু-প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ সেই বয়'আত যেখানে মুসলমানগণ খোদাতা'লার পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জনের পুরস্কার লাভ করেছেন। কুরআন শরীফও বিশেষভাবে এই বয়'আতের কথা উল্লেখ করেছে। যেমন আল্লাহতা'লা বলেন,

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ
مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا

অর্থাৎ হে রসূল ! নিশ্চয় আল্লাহতা'লা মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা একটি বৃক্ষতলে তোমার বয়আত করছিল। কেননা এই বয়আতের মাধ্যমে তাদের অন্তরের সুপ্ত নিষ্ঠা আল্লাহতা'লার প্রকাশ্য জ্ঞানের অংশ হয়ে গেছে। সুতরাং খোদাও তাদের অন্তরে শান্তি বর্ষণ করেন আর তাদের তিনি এক নিকটবর্তী বিজয়ে ধন্য করেন।

কুরাইশরা যখন এই বয়আত সম্বন্ধে জানতে পারে, তখন তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে তারা শুধু হযরত উসমান (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদেরই মুক্ত করে দেয় নি, বরং তাদের দূতদেরও এ নির্দেশনা প্রদান করে যে, এখন যে করেই হোক, মুসলমানদের সাথে চুক্তি করে নেয়া উচিত। আর সেসময় যে চুক্তি করা হয়েছিল, তার শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ

তারা শর্তে বলে ঃ অবশ্যই নির্ধারন করতে হবে যে, মুসলমানরা যেন এ বছরের পরিবর্তে আগামী বছর এসে উমরা করে, কিন্তু তারা এখন যেন ফিরে যায়। মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা এ বছর ফিরে যাবেন। আগামী বছর তারা মক্কায় এসে উমরার আচারঅনুষ্ঠান পালন করতে পারবে, কিন্তু শর্ত হলো সাথে খাপবন্ধি তরবারি ছাড়া আর কোন অস্ত্র বহন করা যাবে না এবং মক্কায় তিন দিনের অধিক সময় অবস্থান করবে না।

মক্কার লোকদের মধ্যে থেকে কেউ যদি মদীনায় যায় তাহলে সে মুসলমান হলেও মহানবী (সা.) তাকে মদীনায় আশ্রয় দিবেন না এবং তাকে ফেরৎ পাঠাবেন। কিন্তু কোন মুসলমান যদি মদীনা ছেড়ে মক্কায় চলে আসে তাহলে তাকে ফেরৎ পাঠানো হবে না। আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মক্কার কেউ যদি তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মদীনায় আসে তাহলে তাকে ফেরৎ পাঠাতে হবে। আরব গোত্রগুলোর মধ্যে থেকে কোন গোত্র চাইলে মুসলমানদের সাথেও মৈত্রী গড়তে পারে কিংবা মক্কাবাসীর মিত্রও হতে পারবে। বর্তমানে এই চুক্তি দশ বছরের জন্য হবে আর এই সময়কালে কুরাইশ এবং মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে আলোচনা চলমান থাকবে ইনশাআল্লাহ্। আজও আমি দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। পাকিস্তানের পরিবেশ পরিস্থিতির জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। এখন তারা তো ঘরের চার দেয়ালেও নিরাপদ নয়, নিজ গণ্ডিতেও নিরাপদ নয়। মৌলভীরা যেখানেই বলে, পুলিশের লোক সেখানেই পৌঁছে যায়। এমন কিছু ভদ্র পুলিশও আছে যারা বলে, আমাদের সহানুভূতি আপনাদের সাথে রয়েছে, কিন্তু আমরা কী আর করতে পারি! কেননা আমাদের ওপর এতটা চাপ প্রয়োগ করা হয় যে, আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যা বলে তা-ই আমাদের করতে হয়। অতএব আল্লাহ্ তা'লা এসব দুষ্ট প্রকৃতির কর্মকর্তার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন, দেশকে নিষ্কৃতি দিন আর প্রত্যেক আহমদীকে স্বাধীনভাবে এবং নিরাপত্তার সাথে নিজ মাতৃভূমিতে বসবাসের তৌফিক দিন।

বিশেষভাবে দোয়া করতে থাকুন। এ দোয়া যদি অব্যাহত থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহুতা'লা খুব শীঘ্রই আমরা দেখব যে, বিরুদ্ধবাদীদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়ানক হবে। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে দোয়া করার তৌফিকও দিন এবং তা কবুলও করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
29 January 2021

Makeup & Distribute **FROM**

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org